নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
গড়তে হবে স্থায়ী তহবিল

একত্রে জনমুক্তির প্রভাবলে জন-অংশগ্রহণ নির্মিত হয়েছে
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্ব ভবন। এর মধ্যে পরিচালনার
জন্য সকলের সহায়তায় গড়ে উঠবে স্থায়ী তহবিল।

স্থাপিত ২২ মার্চ, ১৯৯৬
এনজিও রিজিস্ট্রেশন নং-১০০৭
সোসাইটি আইডি নিবন্ধিত: এস-৩৫৪১(৩৪)২০০৪
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনস্যাল
প্রতিষ্ঠাতিক সদস্য: আমেরিকান আর্কিএর্সলিশন অব মিউজিয়ামস
প্রতিষ্ঠাতিক সদস্য: ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব মিউজিয়ামস
প্রতিষ্ঠাতিক সদস্য: আন্ত্র্যাজিক আর্কাইভিস্ট কাউলিড

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
আগারুজী, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৪৮১১৪৪৯১৩-৩, ৪৯৬১২-৬৭৭৭২২৩
ই-মেইল: mukti.jadughar@gmail.com
ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org

নাম (বাংলা): ইংরেজি: বর্তমান ঠিকানা: মোবাইল ফোন: ই-মেইল:
নিদিয়ে কোন ধরনের অনুদান প্রদানে আপনি আমাদের তাতে টিক (✔) চিহ্ন দিন

- আজীবন সদস্য: ১ লাখ টাকা
- উদ্যোক্তা সদস্য: ৫ লাখ টাকা
- স্থাপনা সদস্য: ১৫ লাখ টাকা
- পৃষ্ঠপোষক সদস্য: ৫০ লাখ টাকা
- প্রতিষ্ঠা ইউ: ১০ হাজার টাকা

অনুদান-দাতার নাম জাদুঘর ভবনে স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হবে।

যে বাংলা বা প্রতিষ্ঠাতার নামে অনুদানশুদা হবে তা পরিকার হজমে
বাংলায় ও ইংরেজিতে লিখিত (আপনার প্রদত্ত বানান আনুষ্ঠানিক নাম
প্রদর্শিত হবে):

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

অনুদান সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কার্যালয়ে অথবা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ
জাদুঘর কার্যালয়ে অনুদান জমা দেয়া যাবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সিএসআর-
এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দ্বারা আয়কর্তৃক প্রতিষ্ঠান (এস
আর ও নং - ১১৬-আইন/২০১০, তারিখ ৮ বৈশাখ ১৪১৭/২১ এপ্রিল
২০১০)।

এ ছাড়া কর্পোরেট সহায়তা সিএসআর-বুক্ক হিসেবে বিবেচিত হবে।

ব্যাংক হিসাবের নাম: মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফাইড
হিসাব নং: ১১০১ ১৩১ ২৪২৪০৬৪
মার্কস্টাইল ব্যাংক লিঙ্গ, প্রধান শাখা, ৬৩ দিলিকুশা, ঢাকা-১০০০
১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ সেওনবাগিচার একটি সারকে ভাবনা নিয়ে গথানা সংস্কার শেষ দ্বারা উদ্যোগ হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। আটজন ট্রাস্টিটিউড উদ্যোগে ইতিহাসের আমার সঙ্গে, সঙ্গকে ও উপস্থানের এই প্রয়াস গোড়া থেকেই ব্যাপক মানুষের সমর্থন ও সহযোগী ধন হয়েছে। সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ ও বিভিন্ন প্রজননের সত্তা ও আত্মীয়তার সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিকশিত হয়ে চলেছে। এই সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিণত হয়েছে যাকান্ত অর্থে জনজরিদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত সর্বজনীন জাদুঘর।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গৌরবময় দেশীয়তা সংঘাতের ব্যাপি, বহুমাত্রিকতা ও গভীরতা প্রকাশে চূড়া রয়েছে। বর্তমানে জাদুঘরে প্রায় ১৬০০ সমারক প্রদর্শিত হলো সংগঠিততার জন্য হয়েছে ২৫০০-এর বেশি সমারক।

ইতিহাস-উপস্থাপনের লক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরো নানামুখি কর্মীকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উদ্যোগে মুসলিম বাজার ও জল্লাদখানা ব্যক্তিত্ব খননের কাজ করে এবং পরে (২০০৮ সালে) জল্লাদখানা ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়ক একটি স্মৃতিপীঠ নির্মাণ করে। নতুন প্রজননের কাজে ইতিহাস ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রদর্শনীর বিশেষ আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রয়েছে গবেষণাকেন্দ্র, প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক সম্প্রসারণ এবং তথ্য-দীক্ষায়ন সেশনের। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালনা করে সবাই করা দা সিডিজিজিভ অব জেনেসাসাইড এবং জাস্টিস (সিএসকেজিজ) এবং চলচ্চিত্র কেন্দ্র।

হদয় আলোড়িত করা জাদুঘর-প্রদর্শনী ও বিভিন্ন মুখি কর্মসংস্থা দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিণত হয়েছে দেশের বিদেশে নস্লিদ প্রতিষ্ঠান।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে, ইতিহাসের আমার সঙ্গম ও সংকেত করে যথাযথভাবে উপস্থাপন। এর বিশেষ লক্ষ নতুন প্রজননকে স্থায়ীর ইতিহাস বিষয়ে সচেতন করে তোলা, যার ফলে তারা মানবতার জন্য গবেষণা ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইতিহাস হবে এবং উদ্দেশ্যে অসার্বাধিকারিক গণতাত্ত্বিক মূলভূমি বিশ্বাসি হবে।

আরো তথ্য উপর গেলুন সমাজতান্ত্রিক অপবিত্র জন্য রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তথ্যর সংস্থাগতভাবে এপিওএস আসার জন্য সরকারের প্রতি উদায় আনন্দ জানানো হচ্ছে। অর্থ প্রদানের রয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্র। ১০ হাজার টাকা (৫০ ডলার অথবা ১০০ পাউন্ড) অনুদান দিয়ে জাদুঘর ভবনের জন্য যে কোনো একটি ইট ক্যারিডার প্রদান করতে পারেন। এভাবে অর্থ প্রদানকারীর নাম বিশেষ পদ্ধতিতে প্রদর্শন করা হবে। সকল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং সুনিশ্চিতকরণ ও দেশসাধুের প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তহবিলে অর্থ সহায়তা করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তহবিলের জন্য প্রস্তাব যে কোনো পরিমাণ অর্থ-সহায়তার স্বরূপতত্ত্ব প্রাথমিক করা হবে।

১. আলী যাকের : নাট্য ব্যক্তিত্ব ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

২. রবিউল হুসাইন : স্থপতি এবং কর্ম

৩. মফিদুল হক : লেখক ও সংস্কৃতিক্রম ব্যক্তিত্ব

৪. আসাদুল্লাহ মুরুর : সংসদ সদস্য নাট্যবিশিষ্ট ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

৫. সারা যাকের : নাট্যবিশিষ্ট ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

৬. জিয়াউদ্দীন তারিক আলী : প্রকৌশলী ও সমাজকর্মী

৭. আলু চৌধুরী : চিত্রকলা বিশেষজ্ঞ, সংগীত ও কর্পোরেট ব্যবস্থাপক

৮. ভাতি সারওয়ার আলী : সাবেক বিএমএ মহাসচিব